গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ অধিশাখা)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০২২.১৫. ৫৩৪ তারিখঃ ০২/০৫/২০১৭

বিষয়ঃ "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" নির্বাহী কমিটি এর ৭ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্রঃ (ক) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পত্র সংখ্যা ৫৬.০০.০০০০.০২৯.০৬.০০২.১৫-৬০৩, তারিখ: ০৯/০৪/২০১৭।
(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার পত্র সংখ্যা-৪৬.০০.০০০০.০৩৯.০১৮.০০১.২০১৭-৬৫৭,তারিখ: ০৯/০২/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রাপ্ত গত ২৭/০৩/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স নির্বাহী কমিটি এর সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হ'ল। বর্ণিত কমিটির ৭ম সভার ৭.২০নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করত অগ্রগতি প্রতিবেদন পৌর-১ শাখায় (সফট কপি ইমেইল- **mazidlgd91@gmail.com** ঠিকানায়) প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

০২/০৫/১৭
(মোঃ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১১৬০৩

বিতরণ:
০১। মেয়র/প্রশাসক (সকল পৌরসভা)।
০২। প্রকল্প পরিচালক, _____
_____
_____

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নগর ও উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। উপসচিব, সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আইসিটি টাওয়ার ভবন (৭ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা

"ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" নির্বাহী কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।
সভার স্থান : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময় : ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রি.; বেলা ৩.৩০ ঘটিকা।
[উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা (সংযুক্তি-ক)]

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় কমিটির সদস্য-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব মহোদয়কে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সদস্য-সচিব ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং সকল সদস্যের সম্মতিতে তা দৃঢ়করন করা হয়। এরপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.১	**২য় সাবমেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন:** (ক) সভাকে অবহিত করা যায় যে, ২য় সাবমেরিন ক্যাবল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য জুন ২০১৬ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিটিসিএল এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে ইণ্ডাস্থুল হতে কানেক্টিভিটি উদ্বোধন করা হয়েছে এবং এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে ঢাকায় সংযোগ প্রদান সম্ভব হবে।	এপ্রিল ২০১৭ মাসের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করে তা উদ্বোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লি. এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
	(খ) বেসিস এর সভাপতি জানান, যেহেতু ২য় সাবমেরিন ক্যাবল এর সংযোগ পাওয়া গিয়েছে সেহেতু বর্তমানে বাংলাদেশের হাতে Redundant ব্যান্ডউইডথ রয়েছে। এমতাবস্থায়, ITC এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথ আমদানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।	ITC এর মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথ আমদানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে সরকারের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লি. এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
৭.২	**ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন:** নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান এবং .bd (ডট বিডি) এবং .bangla (ডট বাংলা) রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে বিষয়ে সদস্যগণ আলোচনা করেন। বিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, এখন অনলাইনে এ রেজিস্ট্রেশন করা যায়।	আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা বিটিসিএল, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।	বিটিসিএল এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অনেকগুলি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ঘটায় এবং নতুন নতুন বিষয় যেমন: ডিজিটাল নিরাপত্তা, NEA, E-commerce, IoT ইত্যাদি তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত হওয়ায় বর্তমান নীতিমালাটি বাস্তবতার স্বার্থে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।		
৭.১৮	ই-কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন: ই-কমার্স বিষয়ে সভাপতি, বেসিস জানান যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্যের একটি পৃথক ধারা তৈরি করেছে ই-কমার্স। এ ব্যবসার একটি অন্যতম দিক হচ্ছে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা শুরু করা যায়। ফলে এর মাধ্যমে নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরি এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একটি যথাযথ ই-কমার্স নীতিমালা এ বাণিজ্যের সাথে জড়িত সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দিতে পারে। ই-কমার্সের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা না থাকায় বাণিজ্যের এ আধুনিক ক্ষেত্র বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে না বা সম্প্রসারণের গতি খুবই ধীর।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে আলোচনা করে আইসিটি ডিভিশন ই-কমার্স নীতিমালার খসড়া সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
৭.১৯	ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (VAS) নীতিমালা প্রণয়ন: সদস্যগণ আলোচনায় জানান যে, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস নীতিমালা না থাকায় এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা তাদের সেবা/উদ্ভাবনের যথাযথ হিস্যা পাচ্ছেন না। বরং মোবাইলফোন/টেলিফোন কোম্পানীগুলো লাভের বেশি ভাগ অংশ নিয়ে যাচ্ছে।	সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে নীতিমালাটি প্রণয়ন করবে। বিটি আরসি এটির প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।	বিটিআরসি এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।
৭.২০	আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ সমন্বিতকরণ: আইসিটি বিভাগ ছাড়াও সরকারের অন্যান্য কিছু মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে নানা ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। বর্তমানে সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, নেটওয়ার্কিং, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট, আউটসোসিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিক্স, গেমিংসহ ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের লক্ষ্যে দক্ষ মিডেল ম্যানেজমেন্টে আইসিটি জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন সরকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় না থাকায় এধরনের প্রশিক্ষণ কার্যকরী হচ্ছে না বা অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈত প্রকল্প বা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সরকারী অর্থ অপচয়ের আশংকা সৃষ্টি হচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে আইসিটি খাত হতে ৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে আইসিটি প্রশিক্ষণ সমন্বিত করা প্রয়োজন।	তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক যেকোন সরকারি প্রশিক্ষণ/প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইসিটি বিভাগের সাথে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ/প্রকল্প প্রণয়ন করবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ। বিষয়টি আইসিটি বিভাগ সমন্বয় করবে।

৭.২১	**তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রমিতমান ব্যবহার:** সভাপতি, বেসিস জানান যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ২০১১ সালে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার জন্য বিডিএস-১৫২০:২০১১ প্রমিত করেছে; কিন্তু এ মানটি সরকারী অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এটুআই এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এটুআই এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল এবং এ প্রমিত মান নির্দিষ্ট করার জন্য সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।	আইসিটি বিভাগ বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
৭.২২	**ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন:** বিসিসি'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, Establishing Digital Connectivity প্রকল্পের অধীনে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ফরেনসিক পরীক্ষার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিসিসি'তে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।	ল্যাব স্থাপন কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে সে বিষয়ে বিসিসি একটি প্রতিবেদন আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে উপস্থাপন করবে।	বিসিসি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বিবিধ:

১. বেসিস এর সভাপতি জনাব মোস্তফা জব্বার জানান যে, তাঁকে টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)র দায়িত্ব প্রদানের জন্য ৬ষ্ঠ সভার ৬.৪৮ নং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। টেশিস এর পক্ষ হতে জনাব জব্বার'কে মাসিক সম্মানীসহ উপদেষ্টার পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে অসম্মতি জানিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত: ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
মুখ্য সচিব
ও
সভাপতি
"ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" নির্বাহী কমিটি